মুভ প্রোডাকসন্সের
পরিচালনা
পলাশ
বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাব্রোন

রুমা, রাখী, জয়, টম নিবেদিত মুভ প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি

পরিচালনা ঃ পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত ঃ সুধীন দাশগুপ্ত।

চিত্রশিল্পী ঃ দীনেন গুপ্ত। সহকারী ঃ বেণু সেন, কান্তিভাই। সম্পাদনা ঃ নিমাই রায়। সহকারী ঃ বাসুদেব ব্যানার্জী। শিল্প-নির্দেশনা ঃ সূর্য্য চ্যাটার্জী। সহকারী ঃ অনিল পাইন। সহকারী পরিচালনা ঃ প্রণব বসু, অর্দ্ধেন্দু রায়। রূপসজ্জা ঃ মনতোষ রায়চৌধুরী। সহকারী ঃ পাঁচু দাশ। কর্মসচিস ঃ রতন চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনায় ঃ সুধীর রায়, অজিত পাণ্ডে, জগদীশ পাণ্ডে। শব্দগ্রহণ ঃ অতুল চ্যাটার্জী, জে, ডি, ইরাণী। সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চ্যাটার্জী। সহকারী ঃ বলরাম ধরুই। গৌরী মুখার্জী ও অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত। অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ ঃ সোয়াডী ষ্টুডিও (বোম্বে) ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি (প্রাঃ) লিঃ।

—ঃ অভিনয়ে ঃ—

শমিত ভঞ্জ, রাধা সালুজা, অনুভা, অজিতেশ ব্যানার্জী, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জী, শেখর চ্যাটার্জী, মাঃ জয় মুখার্জী, দিলীপ রায়, দিলীপ বস, কল্যাণ সেন, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, বিমল ব্যানার্জী, বড়ুয়া, হনুমান শেটিয়া, দীপক গুহ, ননী গাঙ্গুলী, সতু মজুমদার, সত্যেন ঘোষ, নীহার চক্রবর্তী, অসিত ভঞ্জ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুকান্ত গুহ, সুভাষ বসু, রবীন চক্রবর্তী, মলি ব্যানার্জী।

অতিথি শিল্পী ঃ ধর্মেন্দ্র, শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, বিশ্বজিৎ, অমিতাভ বচ্চন, কাজল গুপ্তা, সোনিয়া সাহানী, ভাস্কর চৌধুরী।

গীত রচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত। নেপথ্য-সঙ্গীত-কণ্ঠ ঃ মান্না দে, আরতী মুখার্জী, কৃষ্ণা ভঞ্জ। প্রচার ঃ ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী ঃ পূর্ণজ্যোতি। স্থিরচিত্র ঃ ষ্টুডিও বলাকা। পরিচয় লিখন ঃ নিতাই বসু ! সাজসজ্জা ঃ নিমাই চন্দ্র দাস (সিনে ড্রেস)।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

মডার্ণ ফার্ণিচার (পার্ক ষ্ট্রীট)। পি, সি, চন্দ্র এণ্ড সন্স। ষ্টুডিও-এলমার। সত্যনারায়ণ সিংহ (বোম্বে)। সাগরিকা (দীঘা)। মুরারী চরণ লাহা। গুনাঙ্ক চরণ লাহা। দেবাংশু চরণ লাহা। শান্তিশেখর চৌধুরী। চন্দ্রকুমার। অরুণ নিগম (ক্যামেরাম্যান, বোম্বে)। বিজয় দে। সুনীল চক্রবর্ত্তী। গিরিরঞ্জন প্রসাদ। পল্টু সেন।

॥ বিশ্ব-পরিবেশনা মুভীমায়া (প্রাঃ) লিমিটেড ॥

মুদ্রনে ঃ দি প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩/বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

কাহিনী

বিনু বিরাট কিছু চায়নি। ছোট্ট একটা বাড়ী, সুন্দর স্বচ্ছন্দ একটা সংসার। মা-বাপ মরা মামা-মামীর গলগ্রহ পাড়ারই মেয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে সংসার বাঁধতে চেয়েছিলো। বিধবা মায়ের তাতে মতই ছিলো। তিনি পছন্দ করতেন লক্ষ্মীকে।

প্রাণেশ রায় পাড়ারই একজন ধনী ব্যক্তি। তার কুনজর পড়লো লক্ষ্মীর ওপরে। সমাজে যার টাকা আছে তার সবই আছে। টাকার জোরে বিনুকে পুলিশ দিয়ে চুরির অভিযোগে ধরিয়ে দিলে। কারণ বিনুর বর্ত্তমানে লক্ষ্মীকে ভোগ করা সম্ভব নয়। এবার টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিল অর্থলোভী মামার। তারপর ছলনা দিয়ে মেয়েটা নিয়ে গিয়ে তুলল তার বিলাসকুঞ্জে। দিনের পর দিন অত্যাচার চালাতে লাগলো মেয়েটার ওপরে। মেয়েটার গায়ে খারাপ খারাপ 'ছাপ' ফুটে উঠলো। তখন প্রাণেশ রায় মেয়েছেলের দালালের কাছে মেয়েটাকে বিক্রী করে দিল।

বিনু একদিন জেল থেকে ফিরে এল। এখনও সে

জানতে পারলো না তার অপরাধটা কোথায়? তবে এটুকু জানতে পারলো—পাড়ার লোকে তার দিকে কেমন কেমন তাকাচ্ছে। তার মা দীর্ঘ চার মাস প্রায় না খেয়ে কাটিয়েছে। বিনুর সব গোলমাল হ'য়ে গেল। উত্তেজনার বসে শেষ পর্য্যন্ত খুন করে ফেললো প্রাণেশ রায়কে। যদিও খুন সে করতে চায়নি। তারপর রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গেল। প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ধরা পড়ে গেল

একদল সমাজবিরোধীদের হাতে। এরা লছমন, বাসু-মাসুম, জটা—। এদের কাজ চুরি করা, ডাকাতি করা, খুন করা, নারী লুণ্ঠন করা। বিনু ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু এরা বিনুকে ভরসা দিল, সাহস দিল, সব কিছু দিল—দিলনা শুধু মুক্তি।

দিনে দিনে বিনু ওদের সঙ্গে থেকে প্রায় ওদের মতই হয়ে গেল। লছমনদের সঙ্গে থেকে লছমনদের মতই খুন করে, ডাকাতি করে—কিন্তু তবু ওদের মত হতে পারে না। কোথায় যেন একটা বিস্তর ব্যবধান থেকে যায়। বিনুর পুরানো জীবন, বিনুর স্বপ্নের জীবন বারে বারে তাকে টেনে আনতে চায় আজকের এই অন্ধকারময় জীবন-যাত্রা থেকে। মুক্তি মেলে না। বিনু

হাঁপিয়ে ওঠে নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়। মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তখন বোতল বোতল মদ খায়। সব কিছু ভুলে যেতে চায়। সব কিছু সে ভুলে যায়—ভুলতে পারেনা শুধু দুটো কথা। মাকে, তার মাকে সে কথা দিয়েছে—সে তার বাপ চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে কোন দিন কোথাও যাবেনা।

আর মনে পড়ে লক্ষ্মীকে তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। লক্ষ্মীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে।

এদিকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাজেই রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বিনুকে চলাফেরা করতে হয়। এর মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। লছমনের সঙ্গে লাগলো বিরোধ। দলের টাকা আত্মসাৎ করে লছমন একদিন ডুব দিল। জেদ চেপে গেল। লছমনের সঙ্গে বোঝাপড়ার দায়িত্ব বিনু নিজের হাতে তুলে নিল। একদিন এক বাঈজী বাড়ীতে লছমনের সঙ্গে দেখা হলো। কঠিন শাস্তি পেতে হ'ল লছমনকে। কিন্তু একি হলো? যে লক্ষ্মীকে সে প্রতিদিন, প্রতি মহূর্ত্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে যে এভাবে পাবে সেকথা বিনু

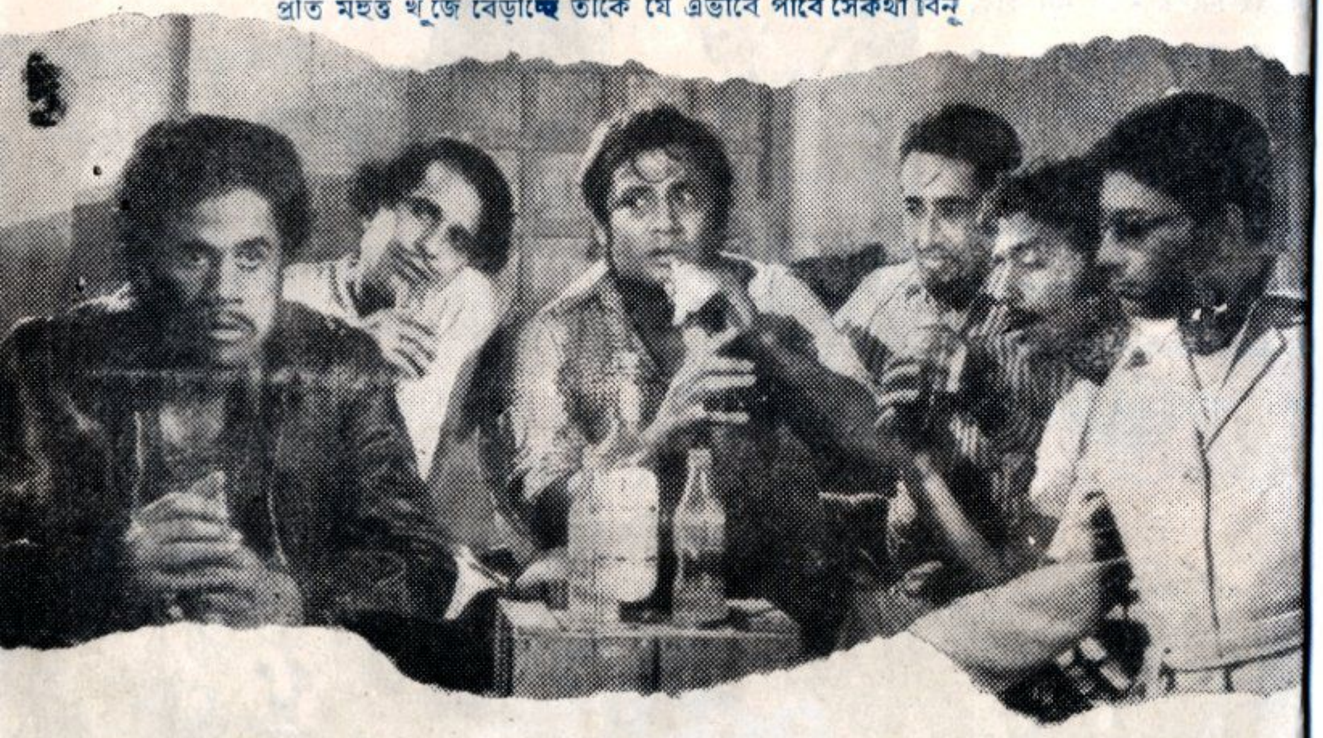

স্বপ্নেও ভাবেনি। সেই সুন্দর মিষ্টি মেয়ে লক্ষ্মী, আজ কিনা বিজলী বাঈ। কিন্তু লক্ষ্মী কি করবে? লক্ষ্মীর দোষ কোথায়?

এদিকে লছমনও বিনুর ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পরাজয়ের অপমানের শোধ নিতে শেষ পর্যন্ত সে পুলিসের সঙ্গে হাত মেলালো। পুলিসের সুবিধা হলো। যাকে এত করেও ধরতে পারছিলো না, এবার বোধ হয় সহজেই ধরা পড়বে। নতুন করে পুলিশি তল্লাসী শুরু হলো। বিনু বুঝতে পারলো তার আর মুক্তি নেই। অথচ সে যে এখান থেকে পালিয়ে যাবে তাও পারছে না। কারণ মাকে তার কথা দেওয়া আছে, "জীবনে সে বাপ-ঠাকুরদার বাড়ী ছেড়ে যাবে না।"

সঙ্গীত

(১)

এই পথে পাশাপাশি চলতে পারি
সব কথা তোমায় এখন বলতে পারি
তুমি আমার—আমার—আমার ॥

এখানে নীল আকাশে অনেক নীল
এখানে মনেতে মনের মিল।
যা দেখি এখানে
কেন যে কে জানে
স্বপ্নে হয় একাকার—
তুমি আমার—আমার—আমার ॥

দুজনার দুটি প্রাণ, দুটি হৃদয়
ধ'রে থাক, ভ'রে থাক, এই সময়।
এখানে এই বাতাসে অনেক সুর
চ'লে যাই, যেতে চাই, যত দূর।
যা কিছু চেয়েছি—তাই আজ পেয়েছি
এ স্মৃতি নয় হারাবার।
তুমি আমার—আমার—আমার ॥

(২)

আরে সব ব্যাটাকে তোল
বাজা ঢোল—বাজা।
আরে রাজা নাচবে—রাণী নাচবে
কে বাজাবে ঢোল
গলা ছেড়ে—গাইবো তেড়ে
করবো গণ্ডগোল
তোল ব্যাটাকে তোল
কান ধ'রে সব তোল ॥

ফোঁকোটিয়া বাজারে ভাই
জহ্লাদিনী রাণী—
রাণী শেষে, দেখবি রাজার
কাটবে পকেটখানি
মন নেবে কি জান নেবে—
ঢালবে মাথায় ঘোল
গলা ছেড়ে—গাইবো তেড়ে
করবো গণ্ডগোল
সব ব্যাটাকে তোল
জ্যান্ত খাটে তোল ॥

বড়ে মিয়া রাজামশাই
বললে, "ওগো রাণী,
প্রেমে আমার নেইকো ভেজাল
এক ছটাকও পানি।
হীরেমতির গয়না দেবো
আসলি হো কি নকল—"
গলা ছেড়ে—গাইবো তেড়ে
করবো গণ্ডগোল
তোল ব্যাটাকে তোল।
জ্যান্ত খাটে তোল ॥

(৩)

বল্‌মা বোলো না—
দিল যদি হয় দিওয়ানা
আসতে কাছে নেই মানা
হায় কি ক'রে থাকো সরে
দূরে দূরে সজনা—
দিল যদি হয় দিওয়ানা ॥

সোহাগে জড়ানো এই রাতে
জিয়া জাগেনা যদি না থাকো সাথে
কাছে এসো না যেও না—
দিল যদি হয় দিওয়ানা ॥

পিয়াসী চোখেতে যে নেশা
শুধু পানিতে মেটে কি এই পিপাসা
চেয়ে দ্যাখো না
ডাকো না—
দিল যদি হয় দিওয়ানা ॥

(৪)

যদি প্রেম করি তুমি আমি
যত বদনাম হবে আমারই।
লোকে বলবে, তুমি ভাল
আমি হব মন্দ নারী।
যদি প্রেম করি তুমি আমি ॥

একই নেশা যদি করি
আমি মাতাল হ'য়ে মরি
তোমার টলে না পা
টলে না মন
থাকো পুণ্যচারী।
আমি হবো মন্দনারী ॥

এত জেনেও কাছে আসি
তবু তোমায় ভালবাসি
পরজন্মে যেন তোমার মত
পুরুষ হ'তে পারি
আমি হবো মন্দনারী।
যদি প্রেম করি তুমি আমি……

বর্ণালী ফিল্মস পরিবেশিত

ক্যালকাটা প্রোডাকসান্সের

পরিচালনা · উমাপ্রসাদ মৈত্র
সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত
রূপায়ণে · শমিত · অনুপ · পার্থ · সুমিত্রা
মুখার্জী · জয়শ্রী রায় · সত্য · জহর
বঙ্কিম · চিন্ময় · সুলতা · নির্মল · নৃপতি
অশোক · অসীম · গীতা · বাসবী ও একটি বাঘ

আমাদের ছবি সব দর্শককেই খুশী করে

ফ্লেমিঙ্গো ফিল্মসের

(ইষ্টম্যানকলর)
পরিচালনা · রাজা নাভাথে
সঙ্গীত · চিত্রগুপ্ত
ভূমিকায় · বিশ্বজিৎ · রেখা
বিনোদ খান্না · অলকা

মুভীমায়া পরিবেশিত